শিশু বিকাশ কেন্দ্রে কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ বিধায়ক সুজিৎ চক্রবর্তীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলায় শিশু বিকাশ দপ্তরের কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানালেন এক বিধায়ক। বড়জোড়ার বিধায়ক সুজিৎ চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার জেলা-শাসকের কাছে নিজস্ব সরকারি প্যাডে লিখিতভাবে এই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সুজিৎবাবু অভিযোগ পত্রে লিখেছেন, গত ১০ ডিসেম্বর জেলার শিশুবিকাশ কেন্দ্র বা আইসিডিএস সেন্টারগুলিতে কর্মী নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তিনি এই পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কোনও নম্বর দেওয়া ছিল না। এতে পরীক্ষার্থীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন। তাছাড়া পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে মার্কস বা নম্বর বন্টন করা না থাকায় কিভাবে মূল্যায়ন ও নিয়োগের প্যানেল তৈরি করা হবে তা তার বোধগম্য হচ্ছে না বলেও বড়জোড়ার বিধায়ক জানান। সুজিৎবাবু বলেন, এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, পরীক্ষা শুরুর সময় পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আসল পরিচয়পত্রটি জমা নেওয়া হয়েছে। এতে পরীক্ষার্থীদের হাতে কোন প্রমাণপত্র থাকল না যাতে প্রমাণ করা যায় যে তারা পরীক্ষায় বসেছিল। সাধারণতঃ কোন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র জেরক্স করে রাখেন না। কারণ কোন পরীক্ষাতেই তা জমা নেওয়া হয় না। জেলা শিশু বিকাশদপ্তর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শাসক দলের পরীক্ষার্থীদের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রমাণ লোপাটের সুযোগ খুলে রেখেছেন। তিনি বলেন, একটা সরকারি দপ্তরের এটা কাম্য নয়। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা রাখা প্রয়োজন। এই স্বচ্ছতা আনার আবেদন তিনি লিখিতভাবে জেলা শাসকের কাছে জানিয়েছেন। বিধায়ক সুজিৎবাবু বলেন, বিষয়টি তিনি নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের সচিবকেও জানিয়েছেন।

সুজিৎবাবু বলেন, প্রয়োজনে তিনি বিষয়টি বিধানসভায় তুলবেন। এই পরীক্ষার স্বচ্ছতা আনতে যা যা করার প্রয়োজন তিনি তা করবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ২ পরীক্ষার্থীকে তিনি হাজির করেন যাদের এই একই অভিযোগ। শুক্রবার প্রশাসন ভবনে গিয়েও জেলা প্রকল্প আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, জেলার শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলির জন্য সহায়ক ও কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা হয় গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭।

তামিলনাড়ুতে কাজ করতে গিয়ে আটক পুরুলিয়ার দম্পতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ কাজের তাগিদে ভিনরাজ্যে গিয়ে অত্যাচারের শিকার না হয়ে বাংলায় ফিরে আসার জন্য এ রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কাছে সম্প্রতি পুরুলিয়ার একটি সভামঞ্চ থেকে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই আবেদনের ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই সপরিবারে এক ব্যক্তিকে আটকে রাখার উভিযোগ উঠলো ভিন রাজ্যের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, আটক থাকা বছর আটত্রিশের ওই যুবকের নাম পরিতোষ মাহাতো। পুরুলিয়া মফস্বল থানার বেলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মালথোড় গ্রামে তাঁর বাড়ি। তাঁর সঙ্গে কর্মস্থলে আটক হয়ে রয়েছে স্ত্রী ও নাবালক এক ছেলে। বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ প্রশাসন। উৎকন্ঠায় রয়েছেন ওই আটক ব্যক্তির গ্রামের বাড়ির বাকি সদস্যরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি প্রথম পুরুলিয়ার একজন সাংবাদিককে ফোন করে জানান, আটকে থাকা ওই ব্যক্তি। এর পরেই ওই ব্যক্তির মালথোড় গ্রামের আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পরিতোষের ভাই জগদীশ মাহাতো জানান, এখানে কাজ না পেয়ে গত দুর্গাপূজার কিছুদিন আগে তার দাদা ও বউদি তাদের দশ মাসের শিশু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ ভারতে কাজ করতে চলে যান। পরে তারা ফোন করে জানান, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটরের কমলাপট্টি এলাকার একটি পোল্ট্রি ফার্মে সস্ত্রীক দিন মজুরের কাজ পেয়েছেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে তার দাদা ফোন করে জানান, প্রায় তিন মাস হতে চললেও এখনও ফার্মের মালিক তাদের মাইনে দেননি। ফলে কঠিন সমস্যার মধ্যে রয়েছেন তাঁরা। মাইনে চাইতে গেলে দাদাকে মারধর করা হচ্ছে। এমনকি ছোট্ট শিশুটিকেও মেরে ফেলার ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। জোর করে তিনজনকেই আটকে রাখা হয়েছে বলে জগদিশবাবুদের জানিয়েছেন পরিতোষ। যে কোন উপায়ে তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে আনার জন্য পরিবারের লোকদের কাছে আকুতি জানিয়েছে পরিতোষ ও তার স্ত্রী। বৃহস্পতিবারও একাধিক বার অন্য জনের ফোন থেকে তার দাদা তাদের বাঁচানোর জন্য অন্য পরিবারের লোকজনের কাছে আবেদন জানিয়েছে বলে জগদিশবাবু জানান। তিনি বলেন, ফার্মের মালিক দাদার ফোন কেড়ে নেওয়ায় তার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তামিলনাড়ু থেকে পরিতোষ জেলার এক সাংবাদিককে জানান, তার সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলী ও বর্ধমান জেলার কয়েকজনকেও সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। সাংবাদিকদের কাছে ঘটনাটি জানার পর পুরুলিয়ার জেলাশাসক অলকেশ প্রসাদ রায় বলেছেন, বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপারকে দেখতে বলা হয়েছে।

কেরলে কাজ করতে গিয়ে বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রামের যুবক হেমন্তর রহস্যজনক মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া শহরে মৌনমিছিল করলো বিজেপি যুবমোর্চা।

বিজেপির স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ গাঁজা পাচারের অভিযোগে প্রাথমিক শিক্ষক শুভজিৎ মাহাতো গ্রেফতারের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত করা, পুরুলিয়া জেলায় বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো চলবে না, মহিলাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা প্রভৃতি ৫ দফা দাবিতে শুক্রবার পুরুলিয়ার পুলিশ সুপারের কাছে একটি স্মারকলিপি দিল জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চা। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়ে দলের মহিলা মোর্চার সভাপতি কাবেরী চট্টোপাধ্যায় বলেন, সদ্য প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিযুক্ত শুভজিৎ মাহাতো পুরুলিয়া মফস্বল থানার সিন্দ্রি চাষমোড় এলাকার একজন সৎ যুবক বলে পরিচিত হলেও তাকে গাঁজা পাচারের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, যেহেতু শুভজিতের দাদা সুরজিৎ বিজেপির মুকুল রায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত, তাই তাঁর ভাইকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশতঃ ধরা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিজেপি কর্মীদের পুলিশি হেনস্থা ও গ্রেফতার করা হচ্ছে। জেলায় মহিলারাও এখন নিরাপদ নয় বলে তাঁর দাবি। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে এদিন তাঁরা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন বলে কাবেরীদেবী জানিয়েছেন। পুলিশ সুপার দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

কেরলে খুন হয়ে যাওয়া বাঁকুড়ার বাসিন্দা হেমন্ত রায়ের বাড়িতে হোরপুর সাইয়েদীয়া অনাথ সোসাইটির সভাপতি পিরজাদা সৈয়দ মনিরুল ইসলাম সংগঠনের পক্ষ থেকে মৃতের বাবা আনন্দ রায়ের হাতে চেক তুলে দেন। এছাড়া ভবিষ্যতে যে কোনও প্রয়োজনে তিনি পরিবারের পাশে থাকবার আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ সাইফুল ইসলাম, সেখ তৈয়েব আলি, আব্দুল্লাহিল মারুফ আল-হুসাইনি প্রমুখ।

কবি সম্মেলন ও ঐতিহ্য যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জয়পুর পর্যটন উৎসব-২০১৭ শুরু হল কবি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। কবি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। কবি সম্মেলনে মোট ৩২ জন কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। জয়পুরের পর্যটন উৎসবের কবি সম্মেলনের স্থান ছিল গোকুলনগরের গোকুলচাঁদ মন্দিরের মাকড়া পাথরের তৈরি নাটকমণি প্রাঙ্গণে। কবি সম্মেলনে উপস্থিত ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পর্যটকবৃন্দ। কবি সম্মেলনে কবিতা পাঠ করেন জয়পুরের বিডিও ধ্রুবপদ সাণ্ডিল্য, শান্তি রায়, লক্ষীকান্ত পাল, ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার, বংশীবদন নন্দী, চিন্ময় কোনার, দিলীপ চ্যাটার্জী প্রমুখ। কবি সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন কবি ও শিক্ষক জয়ন্ত চট্টোপাধায়।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হলো পুরুলিয়ার বেরো থানা এলাকায়। মৃতের নাম বাসুদেব মুদি (৪৫)। এই থানার চৌকান গ্রামে তার বাড়ি। পুলিশ সূত্রের খবর, অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের রুমে ঘুমোতে চলে যায় সে। শুক্রবার অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে না ওঠায় বাড়ির লোকের সন্দেহ দানা বাঁধে। শেষমেষ দরজা ভেঙ্গে সিলিংয়ের সঙ্গে ওই যুবকের গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো দেহ ঝুলতে দেখা যায়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর বোরো ধানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় প্রতিদিন মদ খেয়ে বাড়িতে অশান্তি করত ওই ব্যক্তি। সম্ভবত তারই জেরে ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান।

শিশুমিত্র পুরস্কার পেল পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকার দুটি বিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ উপযুক্ত পরিবেশ, পরিকাঠামো, পঠনপাঠনের মান, খেলাধুলা, শরীরচর্চা প্রভৃতির বিচারে সেরা হয়ে এই বছর শিশুমিত্র পুরস্কার পেল পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকার দুটি বিদ্যালয়। এগুলি হলো নিতুড়িয়া ব্লকের বিন্দুইডি প্রাথমিক বিদালয় ও বান্দোয়ান ব্লকের কুচিয়া জুনিয়ার বেসিকস্কুল। জেলা সর্বশিক্ষা মিশন সূত্রে বলা হয়েছে, শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলকাতা মহাজাতি সদনে রাজ্যের অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে পুরুলিয়ার এই দুটি শিক্ষা কেন্দ্রকেও পুরস্কৃত করা হয়।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগছে বড়াশিনী উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ জেলার সবকটি ব্লকের প্রত্যেকটি গ্রামের মানুষের কাছে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর সরকার। তবুও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে বার বার নানা ধরণের অভিযোগ তুলতে দেখা যায় সাধারণ কিছু মানুষকে। আবার কিছু কিছু এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বিপর্যস্ত হওয়ার পিছনে স্থানীয় মানুষদের অসহযোগিতার অভিযোগ তোলা হয় সরকারি তরফে। তেমনই একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হল পুরুলিয়া-২ ব্লকের আগয়া নড়রা গ্রাম পঞ্চায়েত তথা কুস্তাউর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন বড়াশিনী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। বর্তমানে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। আর এর জন্য কিছু সমাজবিরোধীকেই দায়ী করছে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে আছে একাধিক রুম। কিন্তু সব রুমের দরজা, জানালা, চৌকাঠ এবং গ্রিল চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতিরা। কংক্রিট ভবন হলেও বর্ষায় ছাদ চুইয়ে জল পড়ে মেঝেতে। শৌচালয় থাকলেও পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। কুয়ো থাকলেও লোহার রড এবং কপিকল চুরি হয়ে গেছে। প্রধান গেটের লোহার দরজা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতিরা। তবে নামমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালানোর জন্য একটি রুমকে ব্যবহারের উপযোগী রেখে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের পাশে অবস্থিত ভুতুড়ে এই স্বাস্থ্যভবনটিকে দূর থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এটি ওই এলাকার মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসার ও প্রসূতি রোগী ও শিশুদের শুশ্রুষার একমাত্র ভরসাস্থল। চারদিক আগাছায় ভরা। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভবনের বেশিরভাগ অংশ ঢেকেছে ঝোপ-জঙ্গল ও গাছপালায়। একটি মাত্র রুমে কোনক্রমে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। বহুবার চুরি হয়েছে বলে মূল্যবান কোন আসবাবপত্র রাখা যায় না এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সংশ্লিষ্ট দুজন স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য দুটি চেয়ার, একটি টেবিল আর চিকিৎসা করাতে আসা মানুষদের জন্য দু-একটি কমদামি টুল রাখা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি এবং রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ফাইল ও রেজিস্টার্ড ব্যাগে করে নিয়ে যাওয়া-আসা করেন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত এএনএম। দীর্ঘদিনের পুরোনো এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে নিজেদের তৎপরতা চালিয়ে অন্য জায়গায় বদলি হয়েছেন অনেক কর্মী। সম্প্রতি সেখান থেকে কাশিপুর ব্লকের কল্লোলি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বদলি হয়েছেন এএনএম মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জায়গায় এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে গত ৪ ডিসেম্বর নিযুক্ত হয়েছেন শুক্লা সেনাপতি নামে একজন এএনএম। তিনি জানান, তাঁর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কুয়ো এবং শৌচালয় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও তাঁদের আত্মীয় পরিজনদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শুক্লাদেবী বলেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। তবে তিনি যেহেতু এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন তাই বিশদে কিছু জানেন না। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির এমন দশা এবং তার উন্নয়ন নিয়ে জানতে বারবার চেষ্টা করা হলেও সংশ্লিষ্ট বিএমওএইচ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় নি।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ